

## Ujjain

### সংযোজন (Addition)

১৯৯২ খৃষ্টাব্দে উজ্জৈন গিয়ে বাবার পরিত্যক্ত আশ্রমের খোঁজ পাইনি। বছর দুয়েক পরে দ্বিতীয় বার গিয়ে আশ্রম দেখতে পাই। তখন আমি লিখেছিলাম, আশ্রম বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে পঞ্চবটী। তার সামনে শানবাঁধানো হোমকুণ্ড। পূর্বদিকে বাড়ী ছাড়িয়ে এক যুগল গাছের সামনে আর একটি শানবাঁধানো জায়গা। সন্দেহ হয়েছিল যে ওখানে হয়তো শিবলিঙ্গ ছিল। সে সময় আমি কোনো শিবলিঙ্গ দেখতে পাইনি।

২০১৩ খৃষ্টাব্দে আমার জামাইবাবাজি বদলী হয়ে আমেদাবাদ থেকে কলকাতায় আসছিল গাড়ীতে। গাড়ী পরিবহনে না দিয়ে নিজেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল। ইন্দোর হয়ে আসার কথা। আমি বললাম, যখন ইন্দোর হয়ে আসছ, উজ্জৈন গিয়ে বাবার এক সময়ের আশ্রম দেখে এস। আশ্রম থেকে আমাকে ফোনে জানাল, “বাবা, পঞ্চবটীর বেদীর উপরে অনেক পাথরের সঙ্গে এক শিবলিঙ্গ রয়েছে। গৌরীপট আলাদা, উল্টিয়ে রাখা, আর লিঙ্গ কিছুদূরে অন্য পাথরের সাথে।” আমি কিন্তু আগে লক্ষ্য করিনি। আমি যখন উজ্জৈন আশ্রমে গিয়েছিলাম, কিছু ভিডিওগ্রাফি করেছিলাম। সেই সিডি (dvd-cd) চালিয়ে দেখি, সত্যি তো পঞ্চবটীর বেদীর উপরে গৌরীপট ও লিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। তবে এই শিবলিঙ্গ কাল পাথরের, শ্বেতপাথরের নয়। হুগলী ও কোল্লগর আশ্রমে বাবা শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে উজ্জৈন আশ্রম বাবার প্রতিষ্ঠিত নয় - শ্রীশ্রী বিদ্যানন্দ গিরির আশ্রম। শ্রীশ্রী বিদ্যানন্দ গিরি পরে এই আশ্রমের ভার ঠাকুরবাবাকে দেন। যাই হোক, আমার উপদেশে জামাইবাবাজি ঐ শিবলিঙ্গ নিয়ে আসেন এবং তারপর আমার বাসায় ঐ শিবলিঙ্গ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্টারনেটের ম্যানেজারকে শিবলিঙ্গ নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে তিনি জামাইবাবাজিকে বললেন, মালিককে জিজ্ঞাসা করে রাতে জানাবেন। জামাইবাবাজি রাতে হোটেলে থেকে গেলেন। রাতে ম্যানেজার বললেন, তিনি সকালে জানাবেন। সকালে ফোন করতে তিনি রাজি হলেন না। জামাইবাবাজি উজ্জৈন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় ৩০/৪০ মিনিট পরে ম্যানেজারের ফোন পেলেন, আপনাদের গুরুর আশ্রমের শিবলিঙ্গ, তাই নিয়েই যান। জামাইবাবাজি গাড়ী ঘুরিয়ে উজ্জৈন গেলেন। ২/৩ টে তোয়ালে কিনে আশ্রমে গিয়ে শিবলিঙ্গ তোয়ালে জড়িয়ে গাড়ীতে সোজা আমার কাছে জশপুরে (ছত্তিসগড়ে)।

বাবার পরিত্যক্ত আশ্রমের শিবলিঙ্গ পরিত্যক্ত হয়নি। It was destined that shivalinga gets worshiped. এটা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। না হলে, জামাইবাবাজী ইন্দোর হয়ে আসবে কেন আর আমি বা উজ্জৈন আশ্রম দেখতে যেতে বলবো কেন। আমি তিনবার ঐ আশ্রমে গেছি, কিন্তু পঞ্চবটীতে পাথরের সঙ্গে রাখা শিবলিঙ্গ আমার নজড় এড়িয়ে গেছে। অথচ আমার তোলা ভিডিওতে রয়েছে। ইটভাটার মালিকও শিবলিঙ্গ দিতে চায়নি, বলেছিল, এখন থেকে আমরা পূজা কোরবো। পরে মনে হয়েছে যে দিয়ে দি।



Ujjain Ashram Shivalinga

২০১৫ খৃষ্টাব্দে জশপুর থেকে আমরা কলকাতায় চলে আসি। শিবলিঙ্গ এখন কলকাতার নিউ টাউনে আমাদের বাসায় আছে এবং নিয়মিত পূজা-অর্চনা হয়।

শিবলিঙ্গের তিনটি অংশ - ব্রহ্মপীঠ (গোলাকার তলদেশ/গৌরীপট - the circular base), বিষ্ণুপীঠ (মাকের গোলাকার কুপ - গর্ত; the bowl like pedestal in the middle), শিবপীঠ (উপরের গোলাকার স্তম্ভ - the topmost cylindrical pillar with a round head) - সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সমন্বয়। It represents Brahma (the Creator), Vishnu (the Preserver), Shiva (the Destroyer)। অনেক প্রাচীন শিবলিঙ্গে গৌরীপট ও উপরের লিঙ্গ জুড়ে রাখা থাকতো না, একটার পর একটা বসান থাকত। উজ্জৈন আগ্রমের শিবলিঙ্গ এই রকম।

**The Shivalinga, the symbolic representation of Lord Shiva is very ancient; in fact, it is the most ancient. From the form, you go to the formless through the Shivalinga. It is a symbol that represents the Cosmos and the Creator of the Cosmos as one. The silent unmanifest and the dynamic manifestation together are represented as Shivalinga. It is not just Shiva, but the completion of the total Supreme Consciousness.**

Lingam means identification, a symbol through which you can identify what the truth is - what the reality is. What is not visible yet can be identified by one thing - that is lingam. When a baby is born, how do you know whether the baby is male or female? Only through the reproductive organ can you identify whether the baby is a boy or a girl. That is the reason the genitals are also called lingam.

Similarly, how do you identify the Lord of this Creation? The sign by which you identify both the male and female forms, combining them to form one single symbol to identify the all-pervading and formless Lord in this Creation is Shivalinga. It is a symbol of generative power.